

মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরিবর্তিতে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও পরিনতি -১



-নুরুজ্জামান মানিক

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেনা অফিসার সঙ্কট ছিল প্রকট। সেই সময় অধিকাংশের পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে নজরবন্দি অবস্থায়। তবে, সবাই নয়। যুদ্ধকালীন পাকিস্তান থেকে ছুটিতে বা বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন আবার চলে গেছেন এমন অফিসারের সংখ্যা দেড়শতের মতো। অর্থাৎ ১৫০ অফিসারেরই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার সুযোগ ছিল কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেন মাত্র ৩০/৩৫ জন অফিসার।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া অফিসারদের আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :

- ১) এদেশে কর্মরত যারা প্রতিরোধ পর্বে যোগ দিয়েছিলেন যথা মেজর সফিউল্লাহ , মেজর খালেদ, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর আবু ওসমান, ক্যা: হাফিজ প্রমুখ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অনেক সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসার যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত ছিলেন আবার অনেকে যথার্থ চেতনা ও দূরদর্শিতার অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র খালাস কার্যে নিয়োজিত থাকলেও পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যেমন মেজর জিয়া।
- ২) পশ্চিম পাকিস্তানে নজরবন্দি অবস্থা হতে পালিয়ে এসে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন যেমন ডালিম ,নূর, মতি , জিয়াউদ্দিন, তাহের , মঞ্জুর প্রমুখ।

উপরোক্ত সূর্যসন্ধানগন প্রত্যেকেই রাখেন বিরোধপূর্ণ ভূমিকা। সরকার স্বীকৃতি দেন বী উ, বীবি , বীপ্র প্রভৃতি খেতাব। কিন্তু এই স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের মধ্যে খালেদ -হায়দার-হুদা- তাহের-জিয়া-মঞ্জুর প্রমুখ সেক্টর অধিনায়কসহ বী উ, বীবি , বীপ্র প্রভৃতি খেতাবধারী অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানি কে ব্রাশ ফায়ার ও ফাসি দ্বারা মরতে হয়েছে।

যথা সম্ভব নির্মোহ ও বিহগদৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরিবর্তিতে তাদের ভূমিকা ও পরিনতি বলার জন্য এই অধমের ক্ষুদ্রতম এই প্রয়াস।

চলবে

